যায়যায়দিন

22 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

৩

আটাশে পা দিল ইসলামী ভার্সিটি

আজিজুর রহমান অনুপ ইবি

আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ বছরে পা দিল। ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রয়েছে একটি দীর্ঘ ইতিহাস। পূর্ব পাকিস্তানের দাবি ছিল এ দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হোক। সে অনুযায়ী স্বাধীনতার পর মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি ১৯৭২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এছাড়া তিনি নিজ উদ্যোগে এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে থাকেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে সউদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত ওআইসির এক সম্মেলনে এ দেশে সর্ব প্রথম একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী ওই বছরই দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ড. এম এ বারীকে সভাপতি করে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। পরে তৎকালীন সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের ঠিক মাঝখানে ইবির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সে অনুযায়ী ড. এএমএম মমতাজ উদ্দিনকে ইবির প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। ১৯৮০ সালের ৩১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে ইবি আইন পাস হয় এবং ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি সরকার প্রথম ভিসি হিসেবে ড. এএমএম মমতাজ উদ্দিনকে নিয়োগ দেয়।

বর্তমান হালচাল : যে বিশ্ববিদ্যালয়টি মাত্র দুটি অনুষদের চারটি বিভাগে আটজন শিক্ষকের অধীনে ৩০০ শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আজ সেখানে পাচটি অনুষদ, ২০টি বিভাগ, ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী, ৩৫০-এর বেশি শিক্ষক ও প্রায় হাজারের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। কিন্তু এতো জনবল থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়টি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় বিষয়গুলোতে বিজ্ঞানের কোনো বালাই নেই। আবার বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলোতে ইসলাম শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। যে জন্য সব সময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে এ দুটির বিস্তর ব্যবধান থেকেই যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : ইবির ১৭৫ একর ক্যাম্পাস এখন এ দেশের মানুষের কাছে রীতিমতো পর্যটন ও বিনোদনের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। পাখিডাকা ভোর, ছায়াঘেরা সবুজ শ্যামল পরিবেশ, সারি সারি গাছপালা, সুসজ্জিত ভবন, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, মুক্ত বাংলা, দৃষ্টিনন্দন অডিটরিয়াম, পলাশীর মতো আম্রকুঞ্জ, ডায়ানা চত্বর, ইডেন গার্ডেন, জিমনেশিয়াম ও আবাসিক হলগুলোর সুনশান পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য আরো শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এ বছর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মসূচি হাতে নেয়নি বলে জানা গেছে। তবে কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তে অনেকেই ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

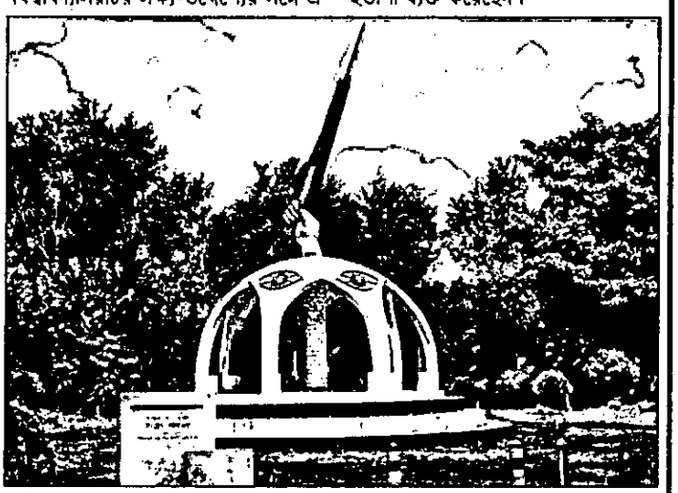

স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য মুক্ত বাংলা -যায়াদি